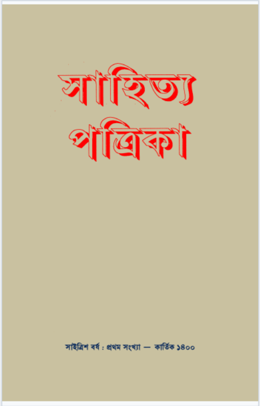

Vol. 37 | No. 1 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ও জাপানি লোকছড়া-উৎস, বিস্তার, পাঠান্তর

Volume	37
Issue	1
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	October 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v37i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i1.9
Pages	153-179
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ১

Check for updates

তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ও জাপানি লোকছড়া- উৎস, বিস্তার, পাঠান্তর

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ *

ছড়া যে-কোনো সংস্কৃতির লোকসাহিত্যের মূল্যবান অংশ ; জাপানি ও বাংলার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। জাপানি ছড়ার উদ্ভব হয়েছিল খ্রিষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি, বাংলা ছড়া তার কয়েক শতক পরে। তারপর কালক্রমে ধারাবাহিকভাবে চলেছে এদের বিকাশ। উভয়েই যৌথ-অবদানে সৃষ্ট এবং প্রজন্ম পরম্পরায় প্রবহমান। দুটোই প্রায়োগিক ও সংরক্ষণে স্মৃতিনির্ভর। অব্যাহত রূপান্তরশীলতার কারণে বহু পাঠান্তর রয়েছে উভয় ধারারই। তুলনামূলক বিচারে জাপানি ও বাংলা লোকছড়ার মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে সাযুজ্যই বেশি।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১.০. লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ছড়া পৃথিবীর সকল সংস্কৃতির মধ্যেই বর্তমান। বাংলা এবং জাপানিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বাংলা লোকছড়া "লোকসাহিত্যের ছড়া," "ছেলেভুলানো ছড়া," "মেয়েলী ছড়া," ইত্যাদি নামে পরিচিত। জাপানি ছড়ার প্রধান নামের মধ্যে রয়েছে "শিশুদের গান" *(ওয়ারাবে উতা)*, "তরুণী ধাইদের গান" *(কোমোরী উতা)*, "খেলার গান" *(আসবী উতা)* ইত্যাদি। তবে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার ক্ষেত্রে লোকছড়া নামটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৯৩ : ১১১] বলে আমাদের বিশ্বাস।

২.০. লোকসাহিত্যের কোনো উপাদানের কাল নির্ণয়ের নির্ভুল প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। তবে নানা লক্ষণ দেখে আনুমানিক কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা যায়। লোকসাহিত্যের উৎপত্তির বা প্রথম রচনা সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

দীর্ঘসময় ধরে জাপানি লোকছড়ার উৎস সন্ধান করেছেন গবেষকেরা। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ইয়াবুতা ইওশিও এবং কামি শোইচিরো উল্লেখ করেছেন যে *নিহন শোকি* বা *নিহঙ্গিতে* এ-ধরনের একটি ছড়া লিপিবদ্ধ রয়েছে। *নিহন শোকি* লিপিবদ্ধ করা হয় ৭২০ খ্রিষ্টাব্দে এবং এতে উল্লিখিত নিম্নোক্ত ছড়াটি ৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে সংগৃহীত [ইয়াবুতা ইওশিও ১৯৬১ : ২ - ৩ এবং কামি শোইচিরো ১৯৭২ : ১৪] :

ইওয়া নো উয়ে নি কোযারু কোমে ইউয়াকু
কোমে দানিমো তাকেতে তোওরাসে
ইয়ামা শিশি নো ওজি...

বিশেষজ্ঞদের মতে জাপানিরা লোকছড়ার বৃহদাংশকে মধ্যযুগে *দয়ো* এবং প্রাচীন যুগে *ওয়াযা উতা* নামে সনাক্ত করত [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৯৩ : ৭৯]। *ওয়াযার* তিনটি অর্থ ছিল :

১. বিধাতার কৌশল- যে কৌশলে তিনি মানুষকে গান করান,
২. দুর্যোগের সময়ে উত্তরণের জন্য গান, এবং
৩. কর্মসঙ্গীত।

তাকানো তাৎসুইউকি লক্ষ্য করেছেন যে, *দয়ো,* যা ছিল সাধারণ মানুষের গান, তার অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায় আনুষ্ঠানিক গান *সাইবারা* এবং হেইয়ান আমলের[১] *ফুযোকু উতার* মধ্যে [Bock ১৯৪৯ : ৩২৮]। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সংকলিত চার সহস্রাধিক জাপানি কবিতার গ্রন্থ *মানইঊ শূতে* আযুমা অঞ্চলের খেলার ছড়ার সংগ্রহ আছে [Bownas ১৯৬৪ : VIII]। ৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সংকলিত

শোকু নিহঙ্গিতে নিম্নোক্ত লোকছড়াটি পাওয়া যায় [হোনজৌয়া মাসারু ১৯৮২ : ১০৮]।

কুযো নো তেরা নো মায়ে নারুইয়া
তোইওরা নো তেরা নো নিশি নারুইয়া
ওশিতোদো তোশিতোদো...

খ্রিষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যেই খেলার ছড়া সে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার সাক্ষ্য রয়েছে ৯২০ খ্রিষ্টাব্দে জারিকৃত এক রাজকীয় আদেশে [Bownas ১৯৬৪ : XV]। এই আদেশে খেলার ছড়াকে একটি পৃথক শিল্পরূপ বলে ঘোষণা করে রাজদরবার, রাজকীয় পরিবারসমূহ এবং নগরীর মঠসমূহে এর চর্চা উৎসাহিত করা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে *রিয়ওযিন হিশো* এবং *সানুকি নো সোকে নিক্কিতে* সংকলনের মাধ্যমে মধ্যযুগে জাপানি ছড়ার সংগ্রহ অব্যাহত থাকে।

ইউশিও ওকাদা তাঁর *কামাকুরাজিদাই মাক্কি নো কোমোরি উতা* নিবন্ধে বিস্তৃত প্রমাণ সহকারে দাবি করেছেন যে সম্রাট গোদাইগোর আমলে (১২৮৮-১৩৩৯) জাপানে তরুণী ধাইদের ঘুমপাড়ানি গান বহুল প্রচলিত ছিল [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৯৩ : ৮০]। জাপানবাসী পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ ল্যাফকাডিও হার্ন মনে করেন যে জাপানি লোকছড়ার একটি অংশ বৌদ্ধ মঠে এমন এক সময়ে উদ্ভব হয়েছে, যখন শিশুদের শিক্ষা হতো মঠে এবং বৌদ্ধ ধর্মযাজকেরাই ছিলেন তাদের শিক্ষক [Hearn ১৯৭২ : ১৭৩ ও ১৮৬-৮৭]।

তকুগাওয়া শগুনদের[২] শাসনামল এদো আমল (১৬০৩-১৮৬৭) জাপানকে গৃহযুদ্ধ মুক্ত করে প্রশাসনিকভাবেও একত্রিত করে। কৃষির উন্নতি, বাণিজ্যের প্রসার এবং কুটিরশিল্পের বিকাশ গ্রামে অবসর বিনোদনের অবকাশ সৃষ্টি করে। শিশুশ্রম তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাওয়ায় শিশুরা খেলাধুলার সুযোগ পায়। এমন কি এ সময়ে শিশুরা গ্রামে গ্রামে *চিগোগুমি*র মত দল গঠন করে [Reischauer ১৯৭৭ : ৮৯-১১২]। জাপানের বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ লোকছড়া, বিশেষত খেলার ছড়া, এসময়েই তৈরি হয় [কামি শোইচিরো ১৯৭২ : ৮৯-১১৯]। মেইজি আমলের (১৮৬৮-১৯১১) বিপুল আধুনিকীকরণ এবং নগরায়নের মধ্যেও লোকছড়ার সৃষ্টি থেমে যায় নি বরং নগরের বৃহৎ বাসগৃহ এলাকাসমূহ[৩] এতে নতুন মাত্রা সংযোজন

করে। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে (১৯০৪-৫) এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে রচিত নিম্নের দুটি ছড়া এর উদাহরণ [কোইযুমি ফুমিও ১৯৬৯ : ৪৭ ও ৫৩] :

ক.	ইয়ামা দেরা নো ওশোসান গা	পর্বতের মঠের ধর্মযাজক
	গাইসেন সু	বিজয়ী হয়ে ফির্‌ল
	সুরুমে	শুকনো মাছ
	মেগুরো	মেগুরো এলাকা
	রোশিইয়া	রাশিয়া
	ইয়াবান কোকু	বর্বর দেশ
	কুরোবাতোকিন	ক্রোপাতকিন (রুশ জেনারেল)
	কিনতামা	সোনালী বল
	মাকেতে নিগেরু ওয়া চান চান বো	পরাজিত পলায়নপর সৈন্যদের পথের দিকে নিচ্ছে
খ.	শিন শিন শিন বুগুন	সিপাই, সিপাই, দখলদার সিপাই
	শিনবুগুন নো হেইতাইসান!	দখলদার বাহিনীর সিপাই !
	ওমে মেগা আওকুতে ওহানাগা তাকাই	চোখ নীল, উচু নাক
	নিক্কোরি ওয়ারাউতো শিরোই হা গা মিয়েরু	হাসিতে তাদের সাদা দাঁত চকচক করে
	সুৎচ্যোই সুৎচ্যোই সুৎচ্যোই না	সুৎচ্যোই সুৎচ্যোই স্যুৎচ্যোই[৪]
	শিনবুগুন নো হেইতাইসান!	দখলদার বাহিনীর সিপাই!

২.১ বাংলা লোকছড়ার সূচনাকাল গবেষকদের কাছে এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উভয়েই ছড়ার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৫৯ : ৫৭৯ এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৩ : ৫-১৩], কিন্তু তা কতটা প্রাচীন তার উল্লেখ করেন নি। সুকুমার সেন মনে করেন যে ছড়া "আদি কবিতার বীজ" এবং "বাণীর প্রথম অঙ্কুর" [সুকুমার সেন ১৯৫৬ : ১৯৩]। তাঁর মতে, বেদে যদি সাহিত্যের সূচনা হয়, তাহলে ছড়াকে বলা যায় "শিশু-বেদ" [ভবতারণ দত্ত ১৯৬৯ : ১০.]। মুহম্মদ এনামুল হকের মতও প্রায় এমন ধারণার বাহক। তিনি বাংলা লোকছড়াকে বাংলা লোকসাহিত্যের আদিমতম

রূপ বলে মনে করেন [মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৭৫ : ৬১-৬৩]। সুকুমার সেন ও এনামুল হকের মতকে সমন্বয় করে বলা যায় যে বাংলা লোকছড়া বাংলা ভাষার উদ্ভবের সমকালীন ; সম্ভবত লিখিত সাহিত্যের চেয়ে প্রাচীনতর[৫]।

ছড়ার মধ্যে ব্রতের ছড়ার অস্তিত্ব এই মতের একটি প্রমাণ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন যে ব্রতের উদ্ভব বেদের সমকালে [অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭৬ : ১১]। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ব্রত আর্য-পূর্ববর্তী আচার, যা পরে আর্য-সংস্কৃতিতে একীভূত হয়েছে [দীনেশচন্দ্র সেন ১৯২০ : ২৪৮] অবনীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্রের মতকে সমন্বিত করে ব্রতের ছড়ার উদ্ভবকে এভাবে দেখানো যেতে পারে :

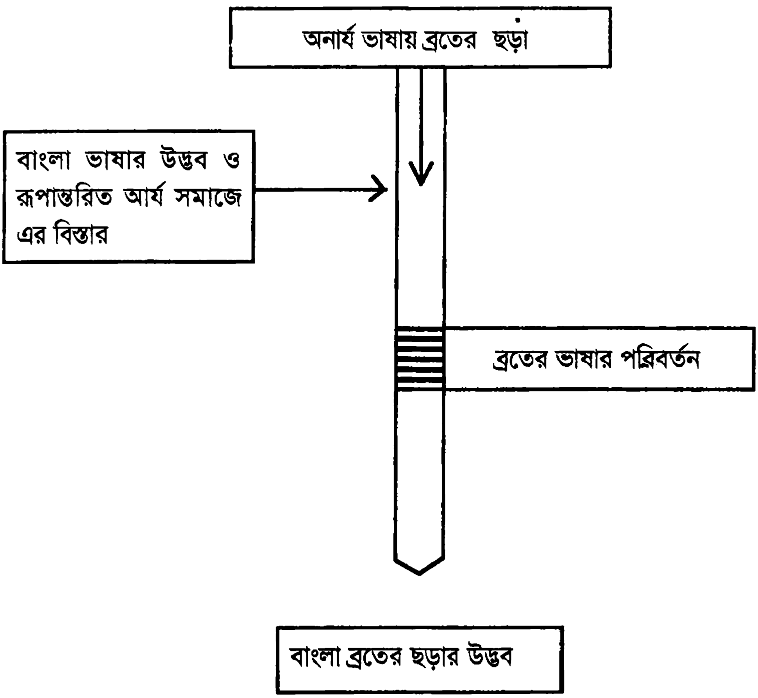

বাংলা ভাষার প্রাচীন লোকছড়াগুলি যে বাংলা ভাষার উদ্ভবের সমকালীন তার পক্ষে আরও একটি যুক্তি রয়েছে। এর প্রায় ছড়াই একটু ভিন্নরূপে উড়িয়া এবং অসমিয়া ভাষাতেও পাওয়া যায়। যেমন [কুঞ্জবিহারী দাস ১৯৫৬ : ৫২-৬০] :

	বাংলা	উড়িয়া
ক.	দিদি লো দিদি	কথাটিয়ে কঁহু
	একটি কথা!	কথাটিয়ে কঁহু!
	কি কথা ?	কিস কথা ?
	ব্যাঙের মাথা!...	ব্যাঙ কথা!....
খ.	আমার কথাটি ফুরোলো	মো কথাটি সারিলা
	নটে গাছটি মুড়োলো...	ফুল গাছটি মরিলা....

এ-ধরনের উদাহরণ অসমিয়া ভাষায়ও বিরল নয়। ধারণা করা যায় সে এই ছড়াগুলির মূলরূপ মাগধী অপভ্রংশ বা এর পরের অন্তবর্তী কোনো ভাষায় প্রচলিত ছিল এবং তার থেকেই ভাষার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি বাংলা, অসমিয়া, উড়িয়া প্রভৃতিতে বহমান রয়েছে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা লোকছড়ার কালনির্ণয়ের আরও একটি উপায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ছড়ার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বলেন যে কিছু লোকছড়া বঙ্গে মুসলিম-শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেকার [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৬৭ : ১৭২] অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের আগের। শহীদুল্লাহর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন শতকের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নিয়ে ছড়া রচিত হয়েছে[৬]।

২.২ এখন পর্যন্ত পাওয়া সাক্ষ্যদৃষ্টে বলা যায় যে জাপানি লোকছড়ার উদ্ভব হয়েছিল খ্রিষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। বাংলা লোকছড়া তার থেকে অন্তত কয়েক শত বছর পরবর্তী।

বাংলা লোকছড়াগুলির পুরানো অংশ এর পিতৃভাষার ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি এবং এ কারণে উড়িয়া ও অসমিয়াতে বাংলার সমান্তরাল ছড়া রয়েছে। কিন্তু জাপানি ছড়া শুরু থেকেই জাপানি। তবে উভয় ছড়ার প্রাচীনতম অংশ ধর্মাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল— বাংলার ক্ষেত্রে ব্রত এবং জাপানির ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মাচার ও শ্রামণিকতা। শুরুতে বাংলা ছড়ার যোগ ছিল ধাঁধা ও প্রবাদের সঙ্গে, জাপানি ছড়ার যোগ মন্ত্রের সঙ্গে। বাংলা লোকছড়ার আর একটি অবদান ; এর প্রভাবেই সৃষ্টি হয়েছে

লোকসাহিত্যের অন্যান্য কিছু অংশ — ধাঁধা, প্রবাদ, বচন, মন্ত্র ইত্যাদি। এমন কি বাংলা ছন্দের শুরুও ছড়ার থেকেই।

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক কাল— এই দীর্ঘসময় ধরে চলছে বাংলা ও জাপানি লোকছড়ার সৃষ্টি। তবে সঙ্গত কারণে মধ্যযুগে রচিত ছড়ার সংখ্যাই বেশি। আধুনিক যুগে পল্লীর পাশাপাশি নগরেও তৈরি হয়েছে ছড়া।

৩.০ লোকছড়ার রচনা কেমন করে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে জাপানি বিশেষজ্ঞেরা নানারকম তত্ত্ব প্রদান করেছেন। ল্যাফকাডিও হার্ন কয়েকটি ছড়ার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে এর অনেকগুলিই বড়দের তত্ত্বকথা কিংবা প্রার্থনাসঙ্গীতের থেকে উদ্ভূত। নিম্নের দুটি ছড়ার প্রথমটিকে তিনি বলেছেন বৌদ্ধ ধর্মযাজকদের গান থেকে এবং দ্বিতীয়টিকে *সামুরাই*[৭] প্রার্থনা থেকে উদ্ভুত [Hearn ১৯৭২ : ১৭৪-৭৫ ও ১৯২-৯৩) হয়েছে :

ক.	হাশি নো শিতা নি রোকু-জিযোও নেযুমি নি আতামা ওয়া কাযিরারেতে নেযুমি কোসো জিযোও দা!	সেতুর নীচে ছয় জিযোর[৮] মাথা কিছু ইদুঁর কামড়াচ্ছে কিন্তু ইদুঁর নিজেই জিযোও!
	... হিতো ওয়া জিযোও দারা, নানিশিনি জিযোও ওগামুবেনা ? হোন নো জিযোও ওয়া রোকু-জিযোও।	 মানুষ যদি জিযোও হয়, কেন সে জিযোওর কাছে প্রার্থনা করে ? আসল জিযোও হচ্ছেন ষষ্ঠ-জিযোও।
খ.	দাইকোকু সামা, তো ইউ হিতো ওয়া- ইচি-নি, তাওয়ারা ওয়াও ফুনমায়েতেয়ে ; নি-নি, নিক্কোরি ওয়ারোওতে সান নি, সাকাযুকি ইতাদিয়াতে ;	দাইকুকু নামের সম্মানিত মানুষ ... প্রথম, যখন সে ধানের আটি মাড়ায় দ্বিতীয়, যখন সে সমর্থনে হাসে তৃতীয়, যখন সে সসম্মানে *সাকে* (দেশী মদ)-র পাত্র হাতে নেয়
	ইওৎসু দে, ইও নো নাকা ইওই ইওও নি ইৎসুৎসু দে, ইযুমি নো ওয়াকু ইওওনি ;....	চতুর্থ, যাতে পৃথিবীর সামগ্রিক মঙ্গল হয় পঞ্চম, বসন্ত যেন অকৃত্রিমভাবে বয় ...

প্রথিতযশা লোকলোর-বিজ্ঞানী ইয়ানাগিদা কুনিও বারংবার বলার চেষ্টা করেছেন যে শিশুরা যখন বড়দের ভঙ্গি ও কথার অনুকরণ করে তখনই ছড়ার

উদ্ভবের সময় হয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন নিম্নের ছড়াটি, যা তাঁর মতে *কুচিইওসে* নামক শ্রামণিক আচার অনুকরণের ফলে সৃষ্ট [নাগাইকে কেন্‌জি ১৯৮৪ : ৯৮) :

কাগোমে কাগোমে	হাঁটু মুড়ি দাও ! হাঁটু মুড়ি দাও !
কাগা নো নাকা নো তোরি ওয়া	খাঁচার ভেতর পাখী কেমন আছ ?
ইৎসু ইৎসু দেয়াত্তা	তুমি এর থেকে বেরুলে কখন ...
	[Nakano ১৯৮৫ : ৯]

একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে তরুণী ধাইদের ঘুমপাড়ানি গান আদিতে ছিল শিশুদের দেহ থেকে অপদেবতা তাড়ানোর মন্ত্র [ওৎসুকা ১৯৭২ : ২৬৮]। কিছু গণনার গান প্রকৃতপক্ষে নীতিশিক্ষা দানের ছন্দোবদ্ধ বাক্য [ওৎসুকা ১৯৭২ : ১৪৭]। ইয়ানাগিদা মনে করেন যে *নেমুরাসে উতা* শ্রেণীর ঘুমপাড়ানি গানের সুর বৌদ্ধ ধর্মসঙ্গীত *গোয়েইকা* থেকে নেওয়া [ইয়ানাগিদা কুনিও ১৯৬৮ : ২১৬]। কামি শোইচিরো এ-সকল রূপান্তরের একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যাকে [কামি শোইচিরো ১৯৭২ : ১৯] নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় :

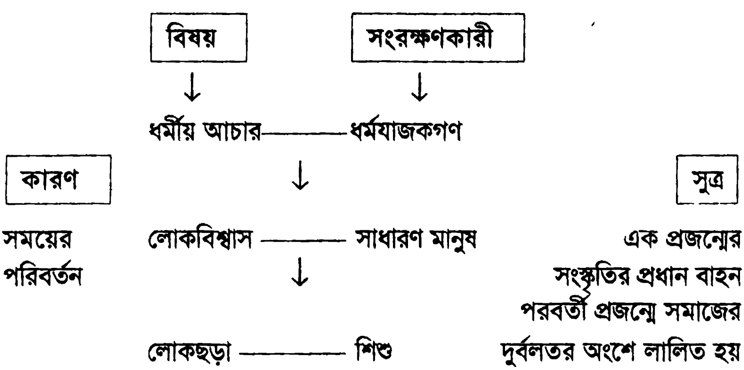

ধর্মীয় উৎসের বাইরে যে-সকল ছড়া উদ্ভূত হয়েছে তার সম্পর্কেও নানা তত্ত্ব প্রচলিত আছে। যেমন, ইয়ানাগিদার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত লোকলোরকোষ *মিন্‌যাকুগাকু জিতেন*-এর তথ্য অনুযায়ী কিছু ছড়া চরকার গান *(হাত্তোওরি উতা)*

থেকে এসেছে [ইয়ানাগিদা কুনিও ১৯৬৮ : ২১৬]। একই গ্রন্থে খেলার ছড়া *ইউগি উতার* উদ্ভব সম্পর্কে যে তথ্য রয়েছে তাকে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে [ইয়ানাগিদা কুনিও ১৯৬৮ : ৬৮৬) :

গালি

কেন্‌কা কোতোবা → ওয়ারুকুচি উতা → ওয়ারাবে কোতোবা → ইউগি উতা

গান

বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে ছড়া যৌথরচনা এবং অনেক সময় সত্যিকারভাবেই শিশুদলের তৈরি [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৯৩ : ৫৬-৫৭]। ইয়ানাগিদা বলেছেন যে যখন মানুষের মধ্যে 'লেখক-সচেতনতা' জাগ্রত হয়, তখনই লোকছড়া সৃষ্টি হয় [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৯৩ : ৫৬]।

কামি শোইচিরো ছড়া-রচনার আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে, বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ধরনের ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে [কামি শোইচিরো ১৯৭২ : ২৭-২৯]। যেমন :

কামাকুরা আমল > *একাকি উতা* (ছবি আঁকার গান),
আদি এদো আমল > *অসবি উতা* (খেলার গান),
মধ্য এদো আমল > *মারিৎসুকি উতা* (বল নাচানোর গান),
মেইজি আমল > *নাওয়াতোবি উতা* (দড়ি-লাফের গান)।

৩.১ বাংলা লোকলোর বিশেষজ্ঞেরা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে ছড়া স্বতস্ফূর্ত ও আকস্মিক সৃষ্টি [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৯৩ : ৪২-৪৩]। রচনায় যৌথ অবদান সম্পর্কেও তেমন কেউ ভিন্নমত পোষণ করেননি। তবে রচনার বিস্তৃত প্রক্রিয়া নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা নেই।

সুকুমার সেন এক্ষেত্রে খানিকটা শুন্যতা পূরণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর ধারণা-অনুযায়ী কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো মানুষ হঠাৎ ছড়ার প্রথম চরণটি উচ্চারণ করেন এবং উপস্থিতদের মধ্যে প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ার ফলে বাকি চরণগুলি উচ্চারিত

হয় [নির্মলেন্দু ভৌমিক ১৯৭৯ : ৩৫]। নির্মলেন্দু ভৌমিক ছড়া-রচনার প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন [নির্মলেন্দু ভৌমিক ১৯৭৯ : ২৩৬-৩৮) :

> বাংলা ছড়া স্তরে-স্তরে বিকশিত ও প্রসারিত হয়। ... প্রথমে শব্দ, তারপর বাক্য, তারপর পঙ্‌ক্তি, স্তবক- এমনি করে ক্রমে-ক্রমে ছড়া নির্মিত হয়। ... একটি শব্দ বা ধ্বনি, তার সহচর অনুচর রূপে আর একটি ধ্বনি বা শব্দের জন্ম দিল,- কখনো বা আনল বিপরীত ভাব-ধ্বনিকে ; ... এক থেকে দ্বিরুক্তির ফলে এলো দুই। ... এই দুইকে ব্যাপকার্থে বলা যায় binarism। ধ্বনির সঙ্গে যেমন প্রতিধ্বনি, শব্দের ক্ষেত্রে তেমনি reduplication বা শব্দদ্বৈত। ... শব্দদ্বৈতের পর শব্দপরম্পরা ... পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির কোনো শব্দ অবিকৃত বা ঈষদ্বিকৃত রূপে অব্যবহিত পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে নীত বা গৃহীত হওয়া ...
>
> শব্দের পরবর্তী দিক বাক্য। বাক্য বলতে একটি বাক্যের বিভিন্ন অংশাবলী, পর্ববিন্যাস, পঙ্‌ক্তি রচনা। ... একটি বাক্যের দুটি অর্ধ যেন দাঁড়ি-পাল্লার দুটি দিকের সমান। ... বাক্যের দুই অংশ যেন একে অপরের প্রতিধ্বনিত পরিপূরক। সুতরাং যে রীতিতে শব্দের আবর্তন ঘটে, ঠিক সেই একই রীতিতে ঘটে বাক্য ও বাক্যাংশেরও আবর্তন। ...
>
> একটি বাক্যের বিভিন্ন অংশের বা দুই অর্ধের মধ্যে যেমন জৈব-যোগ রচনা করা হয়, তেমনি একটি গোটা বাক্যের সঙ্গে আর একটি গোটা বাক্যেরও যোগ রচনা করা হয়। সে যোগ কার্যকারণের যোগ (একে বলেছি ergodism), প্রশ্ন-উত্তরের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ যোগ, প্রশ্ন-উত্তরের অন্তরমূলক যোগ (alternate response) প্রভৃতি। এইভাবে একটি বাক্যের সঙ্গে পরবর্তী বাক্যের যোগ রচিত হবার ফলে বাক্যটি যেন ক্রমেই বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়ে স্তবকে ছড়িয়ে পড়ে। ...
>
> স্তবকও ঠিক এই একই রীতি অবলম্বন করে স্তবকান্তরে উত্তীর্ণ হয়। এর জন্যে ভাবগত শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতাকে ভিত্তি করতে হয়। সুতরাং বাঙলা ছড়ার ক্রমপ্রসারণশীলতার পদ্ধতি হল : প্রথমে তা আড়াআড়ি দিকে (অর্থাৎ horizontally) প্রসারিত হয় ; পরে তা খাড়াখাড়ি দিকে (অর্থাৎ vertically) প্রসারিত হয়। ...

৩.২ জাপানি লোকছড়ার রচনার প্রক্রিয়া বাংলার তুলনায় স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও এর অনেক বিষয় এখনও অজ্ঞাত। দুটি ধারার মধ্যে প্রধান মিল উভয়েই যৌথ রচনা। তবে সামগ্রিক বিবেচনায় স্বতঃস্ফূর্ততা বাংলার ক্ষেত্রে বেশি।

বাংলা ছড়া রচনার প্রক্রিয়ায় অন্ত্যমিল এবং অন্তর্মিল একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। জাপানি ছড়া রচনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য সহজেই লক্ষ করা যায়।

৪.০ এক স্থানে রচিত ছড়া ক্রমশঃ একই ভাষাভাষী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কেমন করে এই বিস্তার ঘটে তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞেরা। তাঁদের প্রায় সকলেই উল্লেখ করেছেন যে জাপানি ছড়া এক প্রজন্মের কাছ থেকে পরবর্তী প্রজন্ম মৌখিকভাবে শেখে এবং এই প্রক্রিয়া চলছে শত শত বছর ধরে [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৯৩ : ৫৬]। এই রীতি চলছে প্রাচীনকাল থেকে এবং স্মৃতি তাতে পালন করে মুখ্য ভূমিকা। অনেকে আবার মনে করেন যে আঞ্চলিকভাবে উদ্ভূত ছড়া সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে শিশুদের অবদান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

ছড়ার বিস্তারের ক্ষেত্রে সাধারণ সূত্রগুলোর বাইরেও কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন কয়েকজন। *নিহন মিনযোকু জিতেন*- এর মতে পেশাধারী তরুণী ধাইরা *(কোমোরি)* যখন বছর বছর কাজের স্থান বদলায়, তখন এক অঞ্চলের গান সহজেই অন্য অঞ্চলের চলে যায় [ওৎসুকা ১৯৭২ : ৮৯১]। মাচিদা কাশো এবং আসানো কেন্‌জি মনে করেন যে এই ক্ষেত্রে ফেরিওয়ালারা বড় ভূমিকা পালন করে [মাচিদা কাশো ১৯৮৭ : ২৭৯-৮২]।

পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ ডোনাল্ড পল বারগার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন [Berger ১৯৬৯ : ১১] তাঁর মতে, সামন্ত আমলের প্রথম দিকে সারা জাপানের লোকছড়াগুলি ছিল প্রায় একই রকম। পরে যখন জাপানে সম্রাটের কর্তৃত্ব খর্ব করে স্থানীয় শাসকদের অভ্যুদয় ঘটে[৯], তখন জাপান প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিকভাবে বহু সংখ্যক অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ-সকল অঞ্চলের সীমা অতিক্রম সাধারণভাবে নিষিদ্ধ থাকায় এক অঞ্চলের লোক সহজে অন্য অঞ্চলে যেতে পারত না। এ-সময়ে প্রচলিত ছড়াগুলি আঞ্চলিক রূপ লাভ করে। আবার মেইজি আমলে বিভিন্ন অঞ্চলের সীমা ভেঙে সারা জাপানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এক অঞ্চলের ছড়া সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে অনেক ছড়ার বহু পাঠান্তর সৃষ্টি হয়।

ছড়ার পাঠান্তর সৃষ্টির এ-ছাড়াও আরও অনেক কারণ আছে। জাপানি ছড়ার ক্ষেত্রে এটি পাঠ এবং সুর, দুভাবেই ঘটে [কোইযুমি ফুমিও ১৯৬৯ : ১১৯]। আসানো কেন্‌জির মতে এটি ঘটে উপভাষা অঞ্চল বিশেষে উচ্চারণ পার্থক্য এবং অঞ্চলে অঞ্চলে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে [মাতসুমতো তাৎসুও ১৯৮৫ : ১-২]। হোনজৌয়া মাসারুর মতে ছড়ার শব্দগুলি এত রূপান্তরশীল যে এর ফলে সহজেই ছড়ার পাঠ বদলে যায় [হোনজৌয়া মাসারু ১৯৮২ : ৩৭]। নাগাইকে কেন্‌জি অবশ্য এই পরিবর্তনের সঙ্গে জীবনযাত্রার পরিবর্তনকে সম্পর্কিত করেছেন [নাগাইকে কেন্‌জি ১৯৮৪ : ৯৬]। কোশিবা হারুমির মতে ব্যবহারকালে

শিশুরা নিজেরাই ছড়ার স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন সাধন করে [কোশিবা হারুমি ১৯৮৫ : ১৩৯৩]। পাটিয়া ইসাকু উল্লেখ করেছেন যে পরিবর্তন-পূর্ব এবং প্রতিটি পরিবর্তিত রূপ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয় বলে একই ছড়ার এত পাঠান্তর [Isaku ১৯৮১ : ২৪]।

কোইযুমি ফুমিও তোকিও[১০] অঞ্চলে ছড়া-সংগ্রহকালে একটি দড়ি-লাফ ছড়ার ৪৬টি পাঠান্তর পেয়েছেন (কোইযুমি ফুমিও ১৯৬৯ : ১৩০)। এই ৪৬টি পাঠকে সমন্বিত করে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো :

প্রথম চরণ

গেতস	কা	সুই	মোকো	কিন	দো	নিচ
গেক্কুরি	কাক্কুরি	সুইইউবি	মোক্কুরি	কিনতোকি	দোক্কোইশো	নিক্কোরি
গেচ্চান	কাচ্চান	সুইকোচান	মোকুচান	কিনচান	দোরোদারাকে	ওয়ারাত্তা
গেকোচান	কাকোচান	সুইবেসান			নোরিকোচান	ওমাওয়ারিসান

দ্বিতীয় চরণ

ইয়ামানো কাযে	সোয়োফুকেবা
ইয়ামা এ	হাইকিঙ্গু
ইয়ামাদেরা নো	ওশোসান গা

তৃতীয় চরণ

সাকুরা নো	সিযুকোয়েতে
	ইযুকোয়েতে
	হানাতাজিরু
	হানাগা চিরা
	ইযুকোজিমা

চতুর্থ চরণ

পিহাইয়ারা পিহাইয়ারা	সানদাসু সানদাইজিন সানযাইমোন সানব্যিওশি সানদাইমে

পঞ্চম চরণ

ওয়ারি নো তেনো সামা ওনি নো তাইশো ওমায়ে নো কোবুন ওয়া চার্চিল দে	সানদাইশি ইয়োনদাইশি সানব্যিওশি

ষষ্ঠ চরণ

নেকোনি ওয়ারেতে চা তুবো নি ওয়ারেতে ওয়ারেরা নি ওয়ারেতে	মাকি তাবাক্কো ওইসোগি তোপ্পিনশান

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে শব্দের পরিবর্তনের সঙ্গে অর্থের ব্যপক পরিবর্তন ঘটছে। যেমন :

সোয়োফুকেবা = যখন ধীরে বহে বাতাস,
ওশোসান গা = বৌদ্ধ ধর্মযাজক ;

এবং *ওয়ারি নো তেনো সামা* = ওয়ারির শাসক,
ওনি নো তাইশো = রাক্ষসের মাথা।

ফেলিসিয়া বক কিছু জাপানি ছড়া বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে অনেক সময় দুই বা ততোধিক ছড়ার সংশ্লেষণের ফলেও নতুন ছড়ার সৃষ্টি হয় (Bock ১৯৪৯ : ৩২৯-৩০ এবং Hearn ১৯৭২ : ২১৪-১৫] উদাহরণ হিসেবে তিনি "*ও-সুকি সামা ইকুৎসু*" এবং "*ও-মান দোকো ইত্তা*" এই ছড়াদ্বয়ের সংশ্লেষণে সৃষ্ট নিম্নোক্ত ছড়াটি উপস্থিত করেছেন :

ও- সুকি সামা ইকুৎসু	চাঁদ মহিষী, তোমার বয়স কত ?
জু-সান-নানাৎসু	তের বছর সাত মাস
মাদা তোশি ওয়া ওয়াকাই না	এখনও সেটা তরুণ বয়স !
আনো কো ওয়ো উনদে	সে ছেলের জন্ম হল
কোনো কো ওহয়াউনদ	এ ছেলের জন্ম হল
দারে নি দাকাশি-ইও	কাকে ওটা বইতে দেব
ও-মান দোকো ইত্তা	মানুষ তুমি কোথায় যাও ?
আবুরা কাই নি সু কাই নি	সে তেল কিনতে যায়
আবুরা-ইয়া নো কাদো দে	তেলদোকানীর দরজায়
সুবেত্তে কোরোন্দে ...	ঘুমিয়ে পড়ে গেল ...

ফুজিসাওয়া মোরিহিকো মন্তব্য করেছেন যে দুটি ছড়ার বিষয়বস্তু প্রায় একই ধরনের হওয়ার ফলে এই সংশ্লেষণ ঘটেছে [ফুজিসাওয়া মোরিহিকো ১৯২৫ : ৭৫-৮২]।

ফেলিসিয়া বক আরও দেখিয়েছেন যে উপভাষার কারণেও ছড়ার পাঠান্তর ঘটে। "*হোতারু কাই, হোতারু কাই*"... এই ছড়াটির নাগানো, গুনমা, কিউশো, মিয়ে, ইয়ুমু ও ইবারাকি পাঠ[১১] উদ্ধৃত করে তিনি তাঁর এই বক্তব্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন (Bock ১৯৪৯ : ৩৩২-৩৩]।

৪.১ একই বাংলা লোকছড়ার একাধিক পাঠ প্রায় শতবর্ষ আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মুগ্ধ করেছিল। সুকুমার সেন এই পাঠান্তরকে মনে করেছেন ছড়ার গতিশীলতা। আশরাফ সিদ্দিকী এই পরিবর্তনকে আখ্যায়িত করেছেন *টার্মিনাস পোস্ট কোয়াম* রূপে [আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৬৩ : ১৪৩-৪৪]। এর মূল কথা আগের একটি ছড়া পরের একটি ছড়ার প্রভাবে কেমন করে পরিবর্তিত হয়। একেও একরকমের সংশ্লেষণ বলা যেতে পারে। নির্মলেন্দু ভৌমিক অবশ্য এই পরিবর্তনকে সম্পর্কিত করেছেন জীবনযাত্রার গতির পরিবর্তনের সঙ্গে [নির্মলেন্দু ভৌমিক ১৯৭৯ :)।

এই পরিবর্তনের স্বরূপ অনুধাবনের জন্য আমরা "আগডুম বাগডুম" ছড়াটির ১৪টি পাঠ সমন্বয়ে একটি ছক তৈরি করব। এর পাঁচটি পাঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক

কলকাতা থেকে সংকলিত (ঠা ১, ২, ৩, ৪ ও ৫), একটি হুগলি থেকে অম্বিকাচরণ গুপ্তের সংগ্রহ (গু.১), একটি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংকলন (স ১), একটি বর্ধমান থেকে কুঞ্জলাল রায়ের সংগ্রহ (রা ১). একটি আসানসোল থেকে ভবতারণ দত্তের সংকলন (দ ১), একটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংকলন (শা ১) এবং দুইটি চব্বিশ পরগণা থেকে আশুতোষ ভট্টাচার্যের সংকলন (ভ ১ ও ২)। ছকটি নিম্নরূপ :

প্রথম চরণ

আগডুম আগডম আগাডোম আক্ডুম	বাগডুম বাগডম বাগাডোম বাকডুম	ঘোড়াডুম ঘোড়াডম ঘোড়ার ডিম	সাজে

দ্বিতীয় চরণ

ঢাক ঢাই লাল ডাহিন ডান ঢাল	মৃদং মিরগেল মেড়া মেকড়া ঘেঘর মিগরি ভেকুর ঘুঘর	ঝাঁঝর ঘাঘর ঘাগর ঘুঁগুর কাঁকড়ু ঘোগড়া	বাজে

তৃতীয় চরণ

বাজতে	বাজতে	চল্লো প'ল পড়লো এল লাগল হলো	ঢুলি ঠুলি হুলি টুরি ডুলি সাড়া

চতুর্থ চরণ

ঢুলি	গেল	সেই	কমলাপুলি
ঠুলি	কে	যাবি	কমলাফুলি
কে	পেল		কদমফুলি
টুরি			কমলাপুরি
ডুলি			কানাফুলি
সাড়া			বামনপাড়া

পঞ্চম চরণ

কমলাপুলির	টিয়েটা
কমলাপুলি	বিয়েটা
কমলাফুলি	টেঁটা

ষষ্ঠ চরণ

সূর্যিমামার	বিয়েটা
সূয্যিমামার	টিয়েটা
	বেটা

সপ্তম চরণ

আয়	রঙ্গ	হাটে	যাই
আয়রে	কমলা		
চল	পিয়ারী		
	লঙ্গ		
	লবঙ্গ		

অষ্টম চরণ

গুয়া পান পান গুয়টা পান কোশাটা ঝালের নাড়ু পান সুপারি দুখিলি পান পানের খিলি	কিনে খাই

নবম চরণ

একটি পান পানের ভিতর পানটি হল	ফোঁকরা কোঁকড়া ভোমরা

দশম চরণ

মায়ে ঝিয়ে দু সতিনে	ঝগড়া

একাদশ চরণ

হাড়	মুড়মুড় মড়মড়	কেলে কাল	জিরে

দ্বাদশ চরণ

কুসুম রুসুম রসুন	কুসুম কোসুন	পানের	বিড়েঁ

ত্রয়োদশ চরণ

হলুদ	বনে ফুলে	কলুদ	ফুল

চতুর্দশ চরণ

তারার মামার আয়রে	নামে আমার	টগর টগগর টগরের	ফুল

ছকের এই চৌদ্দটি চরণকে যদি আমরা মূল ছড়ারূপে বিবেচনা করি, দেখা যায় যে অনেক ছড়াই আদৌ এর অনেক চরণ ধারণ করে না। আবার অনেক ছড়াতে এর অতিরিক্ত চরণও রয়েছে। যেমন, ঠা ১ ও ২-তে নিম্নোক্ত চারটি অতিরিক্ত চরণ রয়েছে :

কচি কচি কুমড়োর ঝোল
ওরে খুকু গা তোল।
জ্যোসনাতে ফটিক ফোটে কদমতলায় কে রে [শুধু ঠা২-তে)
আমি ত বটে নন্দ ঘোষ মাথায় কাপড় দে রে।

ঠা ৩ ও ঠা ৫- এ দ্বাদশ চরণের পর হঠাৎ করে "রাই রাই রাবণ" চরণ এবং শেষে আরও চারটি অতিরিক্ত চরণ পাওয়া যায়। গু ১-এ নবম চরণের পর একটি অতিরিক্ত চরণ এবং শেষে অন্য চারটি চরণ পাওয়া যায়। স১ ও র১ -এর শেষাংশে যথাক্রমে দুটি ও চারটি অতিরিক্ত চরণ রয়েছে। চরণসংখ্যা গণনায় দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের চারটি সংগ্রহে পনেরটি চরণ ও একটিতে দশটি চরণ রয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ ও ভবতারণের সংগ্রহে এবং আশুতোষের একটি সংগ্রহে বারোটি চরণ ; অম্বিকাচরণ গুপ্তের সংগ্রহে সতেরোটি চরণ ; কুঞ্জলাল রায়ের সংগ্রহে ষোলটি চরণ এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও আশুতোষের একটি করে সংগ্রহে চারটি চরণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে চরণ বিন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। যদি আমাদের উদ্ধৃত পূর্বোক্ত ছড়াটিকে সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে ধরি, তাহলে মূল সংগ্রহগুলোর সঙ্গে এর চরণ বিন্যাসের সম্পকর্কে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যায় :

	ঠা১	ঠা২	ঠা৩	ঠা৪	ঠা৫	গু১	স১	রা১	দ১	শা১	ভ১	ভ২
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৫	৫	×	৫	×	৫	৫	৫	৫	৫	×	৫	×
৬	৬	×	৬	×	৬	৬	৬	৬	৬	×	৬	×
৭	৭	৫	×	×	×	৯	৯	৯	৭	×	৭	×
৮	৮	৬	×	×	×	১১	১০	১০	৮	×	৮	×
৯	৯	×	×	×	×	১২	×	১১	৯	×	৯	×
১০	১০	×	×	×	×	১৩	×	১২	১০	×	১০	×
১১	×	×	৭	×	৭	৭	৭	৭	×	×	×	×
১২	×	×	৮	×	৮	৮	৮	৮	×	×	×	×
১৩	১৩	×	১০	৮	১০	×	×	×	১১	×	১১	×
১৪	১৪	×	১১	৯	১১	×	×	×	১২	×	১২	×

পাঠান্তরের ফলে অর্থের ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। যেমন, পূর্বে উদ্ধৃত ছড়াগুচ্ছে "বাজতে বাজতে চল্ল ঢুলি" এবং "বাজতে বাজতে লাগল হুলি" অথবা "সূর্যি মামার বিয়েটা" এবং "সূয্যিমামার বেটা"।

উপভাষার পার্থক্যের কারণেও বাংলা লোকছড়ায় প্রচুর পাঠান্তরের সৃষ্টি হয়েছে। চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলের লোকছড়া প্রচলিত বাংলা লোকছড়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

তবে পাঠান্তরের ক্ষেত্রে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অঞ্চলে অঞ্চলে পার্থক্য। "ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল" ছড়াটির চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাঠে ''বর্গী'র স্থলে ''গর্কি" পাওয়া যায় [আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৬৩ : ৭৮-৭৯]। অষ্টাদশ শতকে নবাবী আমলে বঙ্গের পশ্চিমাংশে মারাঠী দস্যু বা বর্গীদের আক্রমণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম বা সন্নিহিত এলাকায় এর তেমন কোনো প্রভাব পড়ে নি। পক্ষান্তরে এই উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বা গর্কির ভয়াল ছোবলে নিঃস্ব হয়েছে বারংবার। অভিজ্ঞতার এই পার্থক্যই প্রতিফলিত হয়েছে চট্টগ্রাম ও পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের পাঠে[১২]।

৪.২ জাপানি লোকছড়ার পাঠ বাংলার চেয়ে প্রাচীনতর। উভয় ছড়াই মূলত প্রায়োগিক, সংরক্ষণে স্মৃতিনির্ভর এবং প্রবহমান রয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। মূলত মৌখিকভাবেই বিস্তার লাভ করেছে ছড়া ; এতে সংকলনের ধারা যুক্ত হয়েছে অনেক পরে — বিশেষত বাংলার ক্ষেত্রে। জাপানি ছড়া দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে পেশাজীবী তরুণী ধাই ও ফেরিওয়ালারা। এক্ষেত্রে, বিশেষত খেলার ছড়ার ক্ষেত্রে, শিশুরা নিজেরাও কম ভূমিকা পালন করে নি।

দীর্ঘদিন ধরে চালু রয়েছে বলে অসংখ্য পাঠান্তর তৈরি হয়েছে ছড়ার। এই পাঠভেদ অঞ্চলে অঞ্চলে এবং অঞ্চলের অভ্যন্তরেও। তবে পাঠান্তরের সংখ্যা জাপানি লোকছড়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি।

পাঠান্তরের কারণ হিসেবে শব্দের রূপান্তরশীলতা, আকারের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা, চরণের পুনর্বিন্যাস, উপভাষার প্রভাব প্রভৃতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে উভয় ক্ষেত্রেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার পার্থক্যের কারণে পরিবর্তন। এ-সকল পরিবর্তনকে আবার অনেক বিশেষজ্ঞ জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত বলে দাবী করেছেন। অনেকের মতে ছড়ার এই পরিবর্তন গতিময়তা এবং জীবন্ত অস্তিত্বের প্রতীক।

সংশ্লেষণের ফলে পাঠান্তার ঘটেছে উভয় ক্ষেত্রেই। তবে জাপানি লোকছড়া সংশ্লেষণে বিষয়-নির্ভর ; বাংলা ছন্দ ও অন্ত্যমিল নির্ভর।

৫.০ তুলনামূলক বিচারে জাপানি ও বাংলা লোকছড়ার মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে সাযুজ্যই বেশি। অথচ *ইউরোপিয়েড* বাঙালির সঙ্গে *মঙ্গোলয়েড* জাপানির জাতিগত পার্থক্য সামান্য নয়। আর্য ভাষাগোষ্ঠীর বাংলার সঙ্গে গোত্রহীন নিহঙ্গ (জাপানি) ভাষার মিলও সামান্য[১৩]। আদিতে মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মধ্যে ভিন্নতা ছিল সামান্য, বাংলা ও জাপানি লোকছড়ার নৈকট্য এই সাক্ষ্যই বহন করে।

টীকা

১. প্রাচীন ও মধ্যযুগের জাপানি ইতিহাসের কালবিভাগ সাধারণভাবে শাসনকর্তা বা শাসককেন্দ্রকে চিহ্নিত করে পরিচিত। এর শুরু ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে নারা (হেইজোও)-তে রাজধানী স্থাপনের পর থেকে। প্রাক-আধুনিক যুগ পর্যন্ত জাপানের ইতিহাসের যুগবিভাগ নিম্নরূপ :

নারা (রাজধানী) আমল = ৭১০ - ৭৯৩ খ্রি.
হেইয়ান (রাজধানী) " = ৭৯৪ - ১১৯১ খ্রি.
কামাকুরা (*শগুন* পরিবার) আমল = ১১৯২ - ১৩৩৭ খ্রি.
মুরোমাচি (*শগুন* পরিবার) আমল ১৩৩৮ - ১৫৭২ খ্রি.
আযুচি - মোমোইয়ামা (*শগুন*) আমল = ১৫৭৩ - ১৬০২ খ্রি.
এদো (রাজধানী) আমল = ১৬০৩ - ১৮৬৭ খ্রি.
মেইজি (সম্রাট) আমল = ১৮৬৮ - ১৯১১ খ্রি.

এখানে হেইয়ান কিয়োতো এবং এদো তোকিওর নামান্তর। [Bitto ১৯৮৬]

২. *শগুন*দের মধ্যে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে তকুগাওয়া পরিবার ১৬০৩ সালে ক্ষমতা দখল করে। এদের নেতৃত্বেই জাপান মূলত রাজনৈতিকভাবে পুনরায় একত্রিত হয় এবং অনেকের মতে এই পরিবারের আড়াই শতাধিক বছরের শাসনামলে আধুনিক জাপানের ভিত্তি রচিত হয়। এদের সময়ে সম্রাট কিয়োতোতে বাস করলেও তকুগাওয়ারা তোতিও (অপর নাম এদো)-তে বাস করায় তোকিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। পরে সম্রাটও তোকিওতেই রাজধানী স্থানান্তর করেন (Pappinot ১৯৯০ : ৬৬১ - ৬৮৩)।

৩. বাস-অনুপযোগী পাবর্ত্য এলাকাবহুল এবং কৃষিজমিতে গৃহনির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে জাপানে বাসস্থান সংকট রয়েছে। বিশ শতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে নগরে, উপশহরে ও শহরতলিতে বৃহৎ অট্টালিকার সমাহারে নতুন বাসগৃহ এলাকা গড়ে তোলা হয়।

৪. অর্থহীন শব্দ।

৫. এক্ষেত্রে *চর্যাপদকে* লিখিত সাহিত্যের আদি-নিদর্শন ধরা হয়েছে।

৬. যেমন চতুর্দশ শতকে দৌড়ের শাসনকর্তার খ্যাতি [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৮৮ : ৩১২]

মারমু কোড়া
দিব দৌড়-
বাশ্‌শার বাড়ী
পাঁচ গৌড়।...

পঞ্চদশ শতকে পাঠান সৈন্যদের অত্যাচার [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৮৮ : ৩১৩] :

আইলরে পাঠানীয়া ছিপ্পাই-
হিন্দু লোকর উপায় নাই।

ষোড়শ শতকে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের চিহ্ন [ভবতারণ দত্ত ১৯৭০ : ।।] :

ও ললিতে চাঁপকলিতে
একটা কথা শুনসে,
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে
চুড়ো-বাঁধা মিনসে।

অষ্টাদশ শতকে মারাঠা আক্রমণের সাক্ষ্য [আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৬৩ : ৭৯] :

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে ?

উনিশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ [আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৬৩ : ৩০] :

সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি,
বোম ফেলেছে জাপানী
বোমের মধ্যে কেউটে সাপ,
বৃটিশ বলে বাপরে-বাপ।

ঊনসত্তুরের গণ-আন্দোলনের সময়ে [সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৯৩ : ৭৫) :

আইয়ুব শালা মুরগী চোর
বেড়া ভাইঙ্গা দিল দৌড়।
ধরল কেডা ধরল কেডা
শেখ মজিবর শেখ মজিবর।

৭. সামরিক ব্যক্তি, যারা বংশ পরম্পরায় সুবিধাভোগী ছিল। প্রথমে সম্রাটের প্রহরী থাকলেও পরে এদের অনেকেই শাসকে পরিণত হন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতাপূর্ণ *সামুরাই* জীবনে প্রার্থনা অপরিহার্য অংশ ছিল।

৮. ছয় *যিজু* বৌদ্ধদর্শনের `six spheres of sentinent existence'-এর প্রতীক, যা কার্যত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে [Hearn ১৯৭২ : ১৭৪]।

৯. দ্বাদশ শতক থেকে সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগে জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসন প্রকৃতপক্ষে *শগুন*দের নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রায় সাড়ে ছয়শ' বছর ধরে এই অবস্থা চলে যার অবসান ঘটে ১৮৬৮ সালে সম্রাটের শাসন পুনর্বহালের মাধ্যমে *(মেইজি রেস্‌টোরেসন)*।

১০. জাপানি বর্ণমালা ও উচ্চারণে 'ট' নেই ; ইংরেজি উচ্চারণের মাধ্যমে পরিচিত হওয়ার ফলে আমরা তোকিও, কিওতো প্রভৃতির ভুল উচ্চরণ করি।

১১. এই পাঠ নিম্নরূপ :

সাধারণ পাঠ	হোতারু কোই, হোতারু কোই আচি নো মিযু ওয়া নিগাই মো ...
নাগানো—গুনমা পাঠ	হোতারু কোই, চিচি কুরেরু ইয়ামাবুকি কোই, ইয়াদো কাসেরু ...
এবং	হোতারু কোই, ইয়াদো কাসেরু ইয়ামাবুশি কোই, ইয়াদো কাসেরু ...
ক্যিয়োশো পাঠ	হো হো হোত্তারু কোই সোচি নো মিযু ওয়া নিগাই যো
মিয়ে পাঠ	হোতারু কাই, স্যুচি-মুশি কোই সোচি নো মিযু ওয়া দোরো মিযু ওয়া
এবং	হোতারু কাই কেনশিরোও সান ইওরু ওয়া চোওচিন তাকেনোবোরি

ইবারাকি পাঠ	হোতারু নো ওইয়াজি ওয়া কানেমোচি দে হিরুমা ওয়া কুসাবা নো স্যইয়ু সুতে
ইয়ুমো পাঠ	হোতারু কোই মিদ্‌য়ু নোমাশোও আচি নো মিদ্‌য়ু ওয়া আমাই যো
এবং	হোতারু কোই ! স্যচি-মুশি কোই ! ওনোগা হিকারি দে জো মোত্তেকোই !

১২. দ্র. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ১৯৮৮, পৃ. ৫৮।

১৩. জাপানি বা নিহঙ্গ ভাষার ভাষাগোষ্ঠী এখন পর্যন্ত উদ্ভাবন করা যায় নি। কোরিয়, আলটাইক ভাষাসমূহ, অস্ট্রোনেশিয়, অস্ট্রো-এশিয় ও দ্রাবিড়-এই সকল ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে জাপানি ভাষার মিল রয়েছে। রিয়ুকুয়ান ও আইনু ভাষার সঙ্গে মিলও লক্ষণীয় [Shibatani ১৯৮৭ : ৮৫৬]।

গ্রন্থপঞ্জি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯২৩ "ছেলে ভুলানো ছড়া", *ভারতী;* বৈশাখ ১৯২৩। কলকাতা।

১৯৭৬ *বাংলার ব্রত*। কলকাতা : বিশ্বভারতী।

আশরাফ সিদ্দিকী

১৯৬৩ *লোকসাহিত্য*। ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

১৯৬৩ *বাংলার লোকসাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস।

কুঞ্জবিহারী দাস

১৯৫৬ "বাংলা ও উড়িয়া পল্লী সাহিত্যের ঐক্য", *সাহিত্যমেলা*। শান্তিনিকেতন।

নির্মলেন্দু ভৌমিক

১৯৭৯ *বাংলা ছড়ার ভূমিকা,* প্রথম খণ্ড। কলকাতা : সাহিত্যশ্রী।

ভবতারণ দত্ত (সম্পাদিত)
১৯৭০   *বাংলাদেশে র ছড়া*। কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ।

মুহম্মদ এনামুল হক
১৯৭৫   *মনীষা-মঞ্জুষা*। ঢাকা : মুক্তধারা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
১৯৬৭   *বাংলা সাহিত্যের কথা,* প্রথম খণ্ড। ঢাকা : রেঁনেসাঁস প্রিন্টার্স।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯৫৯   *রবীন্দ্র রচনাবলী,* ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা : বিশ্বভারতী।

সুকুমার সেন
১৯৫৬   *বিচিত্র সাহিত্য,* দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : ইস্ট এন্ড কো.।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
১৯৮৮   ছড়ার বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি। ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইয়ানাগিদা কুনিও (তত্ত্বাবধায়ক সম্পাদক)
১৯৬৮   *মিনযোকুগাকু জিতেন* (লোকলোর কোষ)। তোকিও : তোইওদা সুপ্পান।

ইয়াবুতা ইওশিও
১৯৬১   *ওয়ারাবে উতা কো* (লোকছড়া পর্যবেক্ষণ)। তোকিও : কাওয়াইগাকুফু।

ওৎসুকা মিনযোকু গাক্কাই (সম্পাদিত)
১৯৭২   *নিহোন মিনযোকু জিতেন* (জাপানী লোকলোর)। তোকিও : কোবুন্দো।

কামি শোইচিরো
১৯৭২   *নিহোন নো ওয়ারাবে উতা* (জাপানের লোকছড়া)। তোকিও : সানসেইদো।

কোশিবা হারুমি

১৯৮৫ "ওয়ারাবে উতা," *Encyclopedia Heibonsha,* চতুর্থ খণ্ড। তোকিও : হেইবোনশা।

ফুজিসাওয়া মোরিহিকো

১৯২৫ *নিপ্পন মিনইওশি* (জাপানী লোকগীতির ইতিহাস)। তোকিও : ইউযানকাকু।

মাচিদা কাশো ও আসানো কেঞ্জি

১৯৮৭ *ওয়ারাবে উতা : নিহোন নো দেনশো দোয়ো* (*ওয়ারাবে উতা* : জাপানের ঐতিহ্যময় ছড়া)। তোকিও : ইওয়ানামি শোতেন।

মাতসুমতো তাৎসুও ও সারাশিনা গেন্‌যো (সম্পাদিত)

১৯৮৫ *হোক্কাইডু নো ওয়ারাবে উতা* (হোক্কাইডুর লোকছড়া)। কিয়োতো : ইয়ানাগিহারা শোতেন।

হোনজৌয়া মাসারু

১৯৮২ *ওয়ারাবে উতা কেনকিযুউ নোতো (লোকছড়ার গবেষণা টীকা)*। আকিতা : মুমিয়ওশা শুপ্পান।

Berger, Donald Paul

1969 *Folk Songs of Japanese Children* . Tokoyo : Charle E. Tuttle.

Bitto Mashahide & Watanabe Akio

1986 *A Chronological Outline of Japanese History*. Tokyo : International Society For Educational Information.

Bock, Felicia G.

1949 "Japanese Children's Songs", *Western Folklore,* Barkley : California Folklore Society.

Bownas, Geoffrey

1964 *The Penguin Books of Japanese Verse.* London : Penguin.

Dinesh Chanra Sen

1920 *The Folk Literature of Bengal.* Calcutta : Calcutta University.

Hearn, Lafcadio

1972 *A Japanese Miscellany.* Tokyo : Charles E. Tuttle.

Isaku Patia R.

1981 *Mountain Storm, Pine Breeze: Folk Song is Japan.* Arizona : University of Arizona Press.

Koizumi Fumio

1969 *Game Songs of Japanese Children,* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। তোকিও ঃ ওয়ারাবে উতা নো কেনক্যিউ কাই।

Nagaike Kenji

1984 "Japanese Folksongs", *Indian and Japanese Folklore.* Hirakata : Kansai University of Foreign Studies.

Papinot E.

1990 *Historical and Geographical Dictionary of Japan.* Tokyo : Charles E. Tuttle.

Reischauer, Edwin O.

১৯৭৭ *Japan : The Story of a Nation* . Tokyo. Charles E. Tuttle.

Shibatani Masayoshi

1987 ``Japanese", *World's Major Languages.* London : Croom Helm.

Syed Mohammad shahed

1993 *Bengali and Japanese Folk Rhymes – A Comparative Study in Oral Tradition.* Nagoya : Nagoya University.